NOV. 25 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

বাকৃবি ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের শিকার ছাত্রনেতা হাসু ॥ ক্যাম্পাস পরিস্থিতি থমথমে

ময়মনসিংহ, ২৪ নবেম্বর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের শিকার রেজাউল করিম হাসুর হত্যাকাণ্ড নিয়ে গোটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি এখন থমথমে। ছাত্রদলের একাংশ ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার ক্যাম্পাসে মিছিল করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শনিবার সকালে সিন্ডিকেট, ডিন ও শিক্ষক কাউন্সিলের পৃথক জরুরী সভা করে আগামী ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিতসহ ক্যাম্পাসে আজ শনিবার একদিনের শোক পালন করেছে। একই সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনকে ক্যাম্পাসের শান্তিশৃঙ্খলার দায়িত্ব দেয়ারও সিদ্ধান্ত হয় সভায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলেছে, তবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হবে না।

এদিকে ঘটনার পর শুক্রবার রাতভর ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও বিডিআর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি আবাসিক হলে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার ও কোন সন্ত্রসীকে গ্রেফতার করতে পারেনি। খুনি ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করতে দেড় শতাধিক পুলিশ ও বিডিআরের এই দলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি হলের মধ্যে বঙ্গবন্ধু, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও শামসুল হক এই ৪টি হলে অভিযান পরিচালনা করে।

লাশ দাফন সম্পন্ন ॥ সকল পরীক্ষা ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত

আজ শনিবার দুপুরে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিহত রেজাউল করিম হাসুর ময়না তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর হাসুর লাশ নিয়ে যাওয়া হয় তার নিজ এলাকা বয়রা গ্রামে। এখানের পারিবারিক গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। পুলিশ এ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতারও করতে পারেনি।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল শাখার সাবেক আহ্বায়ক ও বাকসুর সাবেক মিলনায়তন সম্পাদক রেজাউল করিম হাসু গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের জিমনেসিয়ামের সামনে সন্ত্রাসীদের গুলি ও ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। সন্ত্রাসীদের গুলিতে [illegible] আরও দুই ছাত্রদল নেতা আহত হন। হাসু ঐ সময় ওই দুই ছাত্রদল নেতাকে সঙ্গে নিয়ে একটি মোটরসাইকেলে করে হলে ফিরছিল। সন্ত্রাসীদের গুলিতে হাসু লুটিয়ে পড়লে গুরুতর অবস্থায় রাত পৌনে ন'টার সময় ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আনার পথে সে মারা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একটি সূত্র জানিয়েছে, গত ১৯৯৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কামাল ও রণজিৎ হত্যাকাণ্ড ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে কর্তৃপক্ষ রেজাউল করিম হাসুকে ৩ বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে। চলতি সালের ডিসেম্বরে এই বহিষ্কারাদেশের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিষ্কারাদেশ মাথায় নিয়ে হাসু দীর্ঘদিন ছিল ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত। স্থানীয় এই ছাত্রদল নেতা কিছুদিন বিদেশেও ছিল। গত অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচনে পট পরিবর্তনের পর হাসু ক্যাম্পাসে ফিরে আসে ও তার নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে একক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালায়। দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকার পর ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের আধিপত্য বিস্তারের এই লড়াইয়ে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল প্রকাশ্য রূপ নেয়। এর এক অংশের নেতৃত্ব দেয় রেজাউল করিম হাসু ও খালিদ। অপর অংশের নেতৃত্বে থাকে ছাত্রদল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শফিকুল ইসলাম শফিক ও সাধারণ সম্পাদক শাহাদত হোসেন বিপ্লব। হাসু কয়েকদিন আগে শফিককে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিলে প্রতিপক্ষের মধ্যে চাপা ক্ষোভ দেখা দেয়। অভিযোগ ওঠে গত অক্টোবরের নির্বাচনের পর থেকে হাসু বহিরাগত সন্ত্রাসীদের নিয়ে ক্যাম্পাসে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। মোটা অঙ্কের চাঁদার জন্য কর্মকর্তাদের হুমকি, ছাত্রদের মারধর ও তাদের জিনিসপত্র লুটসহ হল দখল হয়ে ওঠে হাসুর নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। স্থানীয় হওয়ার সুবাদে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হাসুর নেতৃত্বাধীন বহিরাগত ক্যাডাররা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। ছাত্রলীগকেও ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য করা হয়। প্রচার রয়েছে, নতুন উপাচার্যকেও নিয়োগ লাভের ক্ষেত্রে হাসু ও তার ক্যাডার বাহিনীর আশীর্বাদ নিতে হয়েছে। এসব ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ প্রতিপক্ষ গ্রুপটি দারুণ ক্ষুব্ধ হয় হাসুর প্রতি। সুযোগ খুঁজতে থাকে প্রতিপক্ষরা। অবশেষে শুক্রবার সন্ধ্যায় তারাবি নামাজের সময়টিকে বেছে নেয় ঘাতক দলটি। আর এভাবেই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের মাত্র ১০ দিনের মাথায় এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটল।